বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা

Siddhartha

Instructor, P2A

বিগত সালের প্রশ্নাবলি

- প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় 'বিকল্প সরকার' বলতে কি বুঝায়? – বিরোধী দল (৪৩তম)
- কাগমারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়? – সন্তোষে (৪১তম)
- বাংলাদেশে ১ম সাধারণ নির্বাচন কখন অনুষ্ঠিত হয়? – ৭ই মার্চ, ১৯৭৩ (৪১, ৪০, ৩৪, ২৮ তম)
- আইন ও সালিশ কেন্দ্র কি ধরণের সংস্থা? – মানবাধিকার (৪০তম)
- Almond ও Powel চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে বিভক্ত করেছেন – ৪ ভাগে (৪০তম)

- সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর যে অংশ সরকার বা কর্পোরেট গ্রুপে থাকে না, কিন্তু সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা রাখে – সুশীল সমাজ (৩৮তম)
- বাংলাদেশের কোন জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব চালু হয়? – সপ্তম সংসদে (৩৭তম)
- ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোররাত পর্যন্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান কে ছিলেন? – মেজর জেনারেল কে এম শফিউল্লাহ (২৩তম)
- Straw Vote বলতে কি বুঝায়? – Unofficial Poll of Public Opinion (১৬তম)

বাংলাদেশ সংবিধান

সংবিধানের ১৫২ নং অনুচ্ছেদে রাজনৈতিক দলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য

- জনমত সংগ্রহ করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া।
- অন্যতম প্রধান লক্ষ্য- সরকার গঠন।
- গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণ ও সরকারের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি করে - রাজনৈতিক দল।

রাজনৈতিক দল সম্পর্কিত তথ্য

- রাষ্ট্র পরিচালনার মূল শক্তি: রাজনৈতিক দল
- গণতন্ত্রের ভিত্তি হলো: রাজনৈতিক দল
- রাজনৈতিক দলকে বলা হয়- স্বার্থ একত্রীকরণকারী
- জনগণের ভিন্নমুখী ও বিক্ষিপ্ত মতামতকে সুসংগঠিত করে রাজনৈতিক দল
- আধুনিক গণতন্ত্র হলো – পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র

- প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে বিরোধী দলকে বলা হয়- বিকল্প সরকার।
- সংসদীয় সরকার মূলত দলীয় সরকার।
- গণতন্ত্রের সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার উপর।
- রাজনৈতিক দলগুলো পরিচালিত হয়- নেতার নেতৃত্বে।

নিবন্ধন প্রথা

রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রথা চালু হয় ২০০৮ সালে (৯ম জাতীয় সংসদে)

না ভোট

(নিবন্ধন আইন – ২০২০)

বর্তমানে নিবন্ধিত দল- ৪৯ টি

সর্বশেষ নিবন্ধন পায়

- বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি
- নিবন্ধন নম্বর – ৫৪
- প্রতীক - ফুলকপি

BANGLADESH
DEVELOPMENT PARTY

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)

- আত্মপ্রকাশ – ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
- আহ্বায়ক - নাহিদ ইসলাম
- সদস্য সচিব - আখতার হোসেন

বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা

বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এই দুই ধরণের নির্বাচন পদ্ধতি রয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৮(১) নং অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনের কথা উল্লেখ আছে।

বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা

- বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ।
- মোট সদস্যসংখ্যা ৩৫০
- ৩০০ আসনের সদস্য নির্বাচিত হন
- ৫০টি সংরক্ষিত মহিলা আসন
- জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ ও জনপ্রতিনিধিরাই ভোট দিয়ে পাঁচ বছরের জন্য দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন।

বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন

- বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন - একটি সাংবিধানিক সংস্থা।
- মোট কমিশনার: ৫ জন (প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও ৪ জন নির্বাচন কমিশনার)।
- নির্বাচন কমিশনারদের পদের মেয়াদ: ৫ বছর। এ নির্বাচন কমিশনারগণ নিযুক্ত হন- রাষ্ট্রপতি কর্তৃক
- নির্বাচন কমিশন স্বাধীন হয়: ৯ মার্চ, ২০০৮ সালে।
- দেশের একমাত্র মহিলা নির্বাচন কমিশনার কবিতা খানম।
- বর্তমান নির্বাচন কমিশনার – এ এম এম নাসির উদ্দিন

বাংলাদেশের নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য

- গণতান্ত্রিক ভিত্তি
- সর্বজনীন ভোটাধিকার
- ভোটার তালিকা ও সম-ভোটাধিকার
- গোপন ভোট পদ্ধতি
- সরল ভোট পদ্ধতি

বাংলাদেশের নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য

- প্রত্যক্ষ ভোট
- একক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনি এলাকা
- নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠান।
- স্বতন্ত্র,স্বাধীন,নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন

- প্রথম: ৭ মার্চ ১৯৭৩
- দ্বিতীয়: ১৯৭৯
- তৃতীয়: ১৯৮৬
- চতুর্থ: ১৯৮৮
- পঞ্চম: ১৯৯১ (অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে প্রথম নির্বাচন)
- ষষ্ঠ: ১৯৯৬

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন

- সপ্তম: ১৯৯৬ (তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১ম নির্বাচন)
- অষ্টম: ২০০১ (তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ২য় নির্বাচন)
- নবম: ২০০৮ (তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ৩য় এবং সর্বশেষ নির্বাচন)
- দশম: ২০১৪
- একাদশ: ২০১৮
- দ্বাদশ: ২০২৪

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন

- **গণভোট** - দেশের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বা নীতিনির্ধারণী বিষয়ে সরাসরি জনগণের মতামত গ্রহণ বা যাচাইয়ের জন্য যে ভোট অনুষ্ঠিত হয় তাকে গণভোট বলে।
- বাংলাদেশে গণভোট হয়েছে- ৩টি
- ১ম – ৩০ মে, ১৯৭৭ – জিয়াউর রহমানের নিজ শাসনকে বৈধকরণ
- ২য় – ১ মার্চ, ১৯৮৫ – জেনারেল এরশাদের সমর্থন যাচাই
- ৩য় – ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ – সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী আইন প্রস্তাব

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ - ১৯৭২

- Representation of the People Order (RPO)
- জাতীয় সংসদ নির্বাচনের নিয়ম কানুন সংক্রান্ত প্রধান আইন
- মোট সংশোধন হয় – ১৮ বার
- সবচেয়ে বেশি সংস্কার হয় – তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়
- আরপিও সংশোধন করে – নির্বাচন কমিশন
- অনুমোদন দেয় – মন্ত্রীপরিষদ।

আরপিও বিধি অনুসারে প্রতিটি দলে নারী সদস্য থাকতে হবে - ৩৩ শতাংশ

ইতিহাসের পাতা থেকে
(৭৫ পরবর্তী কুশীলবেরা)

১৯৭৫ - ১৯৯০ শাসনামল (মহামান্য রাষ্ট্রপতিদের নাম)

• বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	২৬ মার্চ, ১৯৭১ - ১২ জানুয়ারি, ১৯৭২
• সৈয়দ নজরুল ইসলাম (অস্থায়ী)	২৬ মার্চ, ১৯৭১ - ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২
• আবু সাঈদ চৌধুরী	১২ জানুয়ারি, ১৯৭২ - ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৭৩
• স্পিকার মোহাম্মদ উল্লাহ (ভারপ্রাপ্ত)	২৪ ডিসেম্বর, ১৯৭৩ - ২৭ জানুয়ারি, ১৯৭৪
• মোহাম্মদ উল্লাহ	২৭ জানুয়ারি, ১৯৭৩ - ২৫ জানুয়ারি, ১৯৭৫
• বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	২৫ জানুয়ারি, ১৯৭৫ - ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫
• খন্দকার মোশতাক আহমেদ	১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ - ৬ নভেম্বর, ১৯৭৫

• আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম	৬ নভেম্বর, ১৯৭৫ - ২১ এপ্রিল, ১৯৭৭
• জিয়াউর রহমান	২১ এপ্রিল, ১৯৭৭ - ৩০ নভেম্বর, ১৯৮১
• আব্দুস সাত্তার	৩০ নভেম্বর, ১৯৮১ - ২৪ মার্চ, ১৯৮২
• আ.ফ.ম আহসানউদ্দিন চৌধুরী	২৭ মার্চ, ১৯৮২ - ১০ ডিসেম্বর, ১৯৮৩
• হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ	১১ ডিসেম্বর, ১৯৮৩ - ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯০
• শাহাবুদ্দিন আহমেদ	৬ ডিসেম্বর, ১৯৯০ - ১০ অক্টোবর, ১৯৯১

খন্দকার মোশতাক (১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ থেকে ০৫ নভেম্বর, ১৯৭৫)

- ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী ও বাকশালের ৪র্থ সদস্য ছিলেন
- ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন এবং ২০ আগস্ট সামরিক আইন জারি করে সেনাপ্রধান কে এম শফিউল্লাহকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করেন:
- ১৫ আগস্টের আগে যেহেতু বাকশাল ছিল Indemnity ordinance এর মাধ্যমে একদলীয় ব্যবস্থা রোধ করেন, অনেকগুলো পত্রিকা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেগুলো খোলা শুরু করেন।
- আগস্টে রক্ষীবাহিনী বিলুপ্ত করে সামরিক বাহিনীর সাথে একত্রিত করেন।

আবু সাদাত মোঃ সায়েম (০৬ নভেম্বর, ১৯৭৫ থেকে ২১ এপ্রিল, ১৯৭৭)

- স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধান বিচারপতি ছিলেন।
- রাষ্ট্রপতি হন সাংবিধানিক নিয়মে।
- জিয়াউর রহমানের কাছে ক্ষমতাচ্যুত হন - ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল
- ১৯৭৭ সালে গল ব্লাডারে সমস্যায় আক্রান্ত হন, ডাক্তার তাকে দীর্ঘ বিশ্রামের জন্য পরামর্শ দেন এবং তাঁকে তাঁর পদ থেকে অবসরের কথা ভাবতে বাধ্য করেন। ২০ এপ্রিল তাঁর উপদেষ্টারা দেখতে আসেন এবং জিয়াউর রহমানের পক্ষে পদত্যাগের ঘোষণা দেন।

জিয়াউর রহমান (২১ এপ্রিল, ১৯৭৭- ৩০ মে, ১৯৮১)

- ২৬ মার্চ, ১৯৭১ – স্বাধীনতার ঘোষণা দেন
- ১০ এপ্রিল - ১০ জুন, ১৯৭১: ১ নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।
- ৭ জুলাই, ১৯৭১: Z ফোর্সের ব্রিগেড কমান্ডার ছিলেন।
- জুন-আগস্ট, ১৯৭১: ১১ নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার ছিলেন।

জিয়াউর রহমান (২১ এপ্রিল, ১৯৭৭- ৩০ মে, ১৯৮১)

- ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ছিলেন- উপসেনাপ্রধান এবং ১৯৭৫ সালের ২৫ আগস্ট সেনাপ্রধান হন;
- খালেদ মোশাররফ কর্তৃক সেনাপ্রধান থেকে পদচ্যুত ও বন্দি হন- ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর
- পাল্টা অভ্যুত্থানে তিনি মুক্ত হন- ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর
- বিচারপতি সায়েম রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ছিলেন- মেজর জিয়াউর রহমান
- ২১ এপ্রিল, ১৯৭৭: রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন
- প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন- শাহ্ আজিজকে

জিয়াউর রহমান (২১ এপ্রিল, ১৯৭৭ - ৩০ মে, ১৯৮১)

- ৩ জুন, ১৯৭৮: দেশের ইতিহাসে প্রথম নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হন
- ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) প্রতিষ্ঠা করেন।
- ৩০ এপ্রিল, ১৯৭৭: ১৯ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন
- ১৯৭৬: একুশে পদক প্রবর্তন করেন ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করেন ।
- ৩০ মে, ১৯৮১: চট্টগ্রামে সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হন

বি. আব্দুস সাত্তার (১৫ নভেম্বর, ১৯৮১- ২৪ মার্চ, ১৯৮২)

- জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর উপরাষ্ট্রপতি থেকে রাষ্ট্রপতি হন- বিচারপতি আব্দুস সাত্তার
- প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে প্রেসিডেন্ট হন- ১৫ নভেম্বর, ১৯৮১
- সেনাপ্রধান হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদের অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হন- ২৪ মার্চ, ১৯৮২

সামরিক আইন (Martial Law) জারি:

- দেশে সামরিক আইন জারি করা হয়- ২ বার
- প্রথমবার: ১৯৭৫ সালের ২০ আগস্ট তারিখে খন্দকার মোশতাক
- দ্বিতীয়বার: ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ তারিখে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ
- সামরিক আইন জারি হলে যা হয়:

  রাষ্ট্রের সংবিধান স্থগিত করে সামরিক আইন বলবৎ করা হয়।

  সামরিক আইন জারির মাধ্যমে রাষ্ট্রের নাগরিকদের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব হতে পারে।

  সামরিক আইন জারি হলে জনগণের সার্বভৌমত্ব উহ্য থাকে।

ঈদ স্পেশাল
maasranga HD
BORNO NATH 'S
ভাই খুব চাপে আছে
WRITTEN BY : JAYED JULHASH | DIRECTOR : BORNO NATH
FULL NATOK
3 MILLION+ VIEWS

চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (Pressure Group)

এইচ জিগলার এর মতে, চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে এমন একটি সংগঠিত ব্যক্তিসমষ্টি যার সদস্যগণ সরকারি ক্ষমতা প্রয়োগে অংশগ্রহণ করে না, বরং তাদের লক্ষ্য হল সরকারি সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করা।

চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (Pressure Group)

- বেসরকারি সংগঠন হিসেবে কাজ করবে
- সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা স্বার্থ থাকবে
- নির্দলীয় বা অরাজনৈতিক সংগঠন হবে
- সরকারকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সম্পন্ন হবে
- সরকারি নীতি ও আইন প্রণয়নকে প্রভাবিত করে

চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (Pressure Group)

- জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখে
- ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে ভূমিকা রাখে
- সুষ্ঠু জনমত গঠনে ভূমিকা রাখে
- রাষ্ট্রের প্রধান চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী- সুশীল সমাজ
- কাজ করে - Watchdog হিসেবে

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রকারভেদ:

- অ্যালমন্ড ও পাওয়েল (Almond and Powel) চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে ৪ ভাগে বিভক্ত করেছেন-

০১. Institutional Interest Group (সংস্থামূলক চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী):

যেমন- শিক্ষক/কর্মচারী ঐক্যজোট, সুশীল সমাজ, বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ।

০২. Anomic Interest Group (হতাশায় চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী):

যেমন- ছাত্র বিক্ষোভ

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রকারভেদ:

০৩. Associational Interest Group (সহযোগিতামূলক চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী):

যেমন- এন.জি.ও

০৪. Non Associational Interest Group (অ-সহযোগিতামূলক চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী):

যেমন- সন্ত্রাসী গোষ্ঠী

এনজিওকে তৃতীয় নির্বাহী বা Third Executive বলা হয়

১ম - Government

২য় - Private Sector

→ Business

→ Corporate

ব্রতী

- প্রতিষ্ঠা: ১৯৯২
- নির্বাহী প্রধান: শারমিন মুরশিদ
- উদ্দেশ্য: অংশগ্রহণমূলক প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে সমাজের অগ্রগতি

অধিকার

- প্রতিষ্ঠা: ১৯৯৪
- মহাসচিব: আদিলুর রহমান খান
- এটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ফেডারেশন (FIDIH) এর সদস্য

উবিনীগ

- পূর্ণরূপ: উন্নয়ন বিকল্পের নীতি নির্ধারণী গবেষণা
- প্রতিষ্ঠাতা: ফরহাদ মজহার ও খুশি কবির
- বর্তমান নির্বাহী: ফরিদা আক্তার
- প্রতিষ্ঠা: ১৯৮৪
- কাজ: সমতা ও ন্যায়বিচার, সামাজিক অধিকার, পরিবেশগত উদ্বেগ, শ্রম অধিকার বিষয়ে।

বেলা (BELA)

- পূর্ণরূপ: Bangladesh Environmental Lawyers Association
- পরিচয়: বাংলাদেশের বেসরকারি পরিবেশ আইনজীবী সংগঠন
- প্রতিষ্ঠা: ১৯৯২ সালে
- বর্তমান নির্বাহি: সৈয়দা রেজওয়ানা হাসান
- টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্রে বিস্ফোরণে 'নাইকোর' বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ মামলা করে।

সুজন

- পূর্ণরূপ: সুশাসনের জন্য নাগরিক
- লক্ষ্য: সুশাসন প্রতিষ্ঠা, অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য কাজ করা
- প্রতিষ্ঠাকালীন নাম: সিটিজেনস ফর ফেয়ার ইলেকশনস (CFE)
- প্রতিষ্ঠা সাল: ১২ নভেম্বর, ২০০২
- প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি: মোজাফফর আহমেদ
- বর্তমান প্রধান: বদিউল আলম মজুমদার

CPD

- পূর্ণরূপ: Centre for Policy Dialogue
- প্রতিষ্ঠাতা: রেহমান সোবহান
- প্রতিষ্ঠা: ১৯৯৩
- মূল কাজ: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার মূল্যায়ন

TIB

- পূর্ণরূপ: Transparency International Bangladesh
- উদ্দেশ্য: দুর্নীতি প্রতিরোধ
- কেন্দ্র: বার্লিন ভিত্তিক (জার্মান) ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল
- প্রতিষ্ঠা: ১৯৯৬ সালে

BLAST

- পূর্ণরূপ: Bangladesh Legal Aid and Service Trust
- প্রতিষ্ঠা: ১৯৯৩
- লক্ষ্য: দারিদ্র্য এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে আইনি সহায়তা প্রদান করা।

আসক

- পূর্ণরূপ- আইন ও সালিশ কেন্দ্র
- মানবাধিকার সংস্থা যা বিশেষত শ্রমিক ও নারী অধিকার নিয়ে কাজ করে।

সুশীল সমাজ (Civil Society)

- নাগরিক সংগঠন,
- স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন,
- বুদ্ধিজীবী সমাজ,
- পেশাজীবী সংগঠন,
- এনজিও,
- ক্রীড়া সংগঠন,
- সাংস্কৃতিক সংগঠন

রাজনৈতিক সংগঠন
↓
অন্তর্ভুক্ত নয়

সুশীল সমাজ (Civil Society)

লক্ষ্য -

- রাষ্ট্রকে কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা
- সমাজে আইন, শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা
- বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান করা
- রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের চর্চা নিশ্চিত করা
- সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা

ধন্যবাদ